গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

## স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"চৈত্র -১৪৩২ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" শীর্ষক** লিফলেট এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: " চৈত্র" -১৪৩২ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" - ০২ (দুই) পাতা।

মোঃ ওবায়দুর রহমান মন্ডল
পরিচালক
ফোনঃ ৫৫০২৮৪০৩

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩(৩য় অংশ)/ ২৭৭ — তারিখ: ০৩/০৩/২০২৬খ্রি.

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১।পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হর্টিকালচার উইং /প্রশিক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং / ক্রপস উইং / পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২।পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.................................................. অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.................................................. (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-১২.১৭.৭২৭৪.০৩৯.৯৯.১৯১.২৬-২৫০(১০) — তারিখ-৪/৩/২৬

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ ঃ

১। উপজেলা কৃষি অফিসার..................(সকল), নেত্রকোণা। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হলো।

উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, নেত্রকোণা।

# চৈত্র মাসে কৃষকভাইদের করণীয়

বাংলা বছরের শেষ চৈত্র মাস। এ মাসে রবি ফসল ও গ্রীষ্মকালীন ফসলের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম একসাথে করতে হয় বলে কৃষকের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সুপ্রিয় কৃষিজীবি ভাইবোন, কৃষিতে আপনাদের শুভ কামনাসহ সংক্ষিপ্ত শিরোনামে জেনে নেই এ মাসে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো:

**বোরো ধান**

- দেরিতে চারা রোপণকৃত ধানের চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া দিয়ে থাকলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে না। সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে।
- ধানের কাইচ থোড় আসা থেকে শুরু করে ধানের দুধ আসা পর্যন্ত ক্ষেতে ৩-৪ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে।
- পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাই মুক্ত রাখতে হবে। এ সময় ধান ক্ষেতে উফরা, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া ও টুংরো রোগ দেখা যেতে পারে। জমিতে উফরা রোগ দেখা দিলে যেকোন কৃমিনাশক যেমন এমামেকটিন, বেনজয়েট, সানমেকটিন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। ব্লাস্ট, রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে এবং অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে পাতা পোড়া রোগ হলে অতিরিক্ত বিঘা প্রতি ৫ কেজি/বিঘা হারে পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং একর প্রতি ১৬০ গ্রাম টুপার বা জলি বা নাটিভো ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে দু বার প্রয়োগ করতে হবে। জমির পানি শুকিয়ে ৫-৭ দিন পর আবার সেচ দিতে হবে।
- টুংরো রোগ দমনের জন্য এর বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

**গম**

- গম পেকে গেলে কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো বীজ ছায়ায় ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের ড্রাম, টিনের পাত্র, রং/ আলকাতরা দেয়া মাটির কলসি ইত্যাদিতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

**ভুট্টা**

- ভুট্টার জমিতে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতার রং কিছুটা হলদে হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা চাষ করতে চাইলে এখনই বীজ বপন করতে হবে।

**পাট**

- চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত পাটের বীজ বপন করা যায়। পাটের ভালো জাতগুলো হলো ও-৯৮৯৭, বিজেআরআই তোষাপাট-৪, বিজেআরআই তোষাপাট-৫, বিজেআরআই তোষাপাট-৬, বিজেআরআই তোষাপাট-৮, বিজেআরআই দেশিপাট -৫, বিজেআরআই দেশিপাট-৬ বিজেআরআই দেশিপাট -৭ এবং লবণাক্ত সহিষ্ণু বিজেআরআই দেশিপাট -৮। স্থানীয় বীজ ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করে জাতগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। সারিতে বুনলে প্রতি শতাংশে ১৭ থেকে ২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বুনলে ২৫-৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

**অন্যান্য মাঠ ফসল ও শাক সবজি**

- রবি ফসলের মধ্যে চিনা, কাউন, আলু, মিষ্টি আলু ,চিনাবাদাম, পেঁয়াজ, রসুন যদি এখনো মাঠে থাকে, তবে দেরি না করে তুলে ফেলতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজ বপন বা চারা রোপণ শুরু করতে হবে। এসময় গ্রীষ্মকালীন টমেটো, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, ঢেঁড়স, বেগুন, করলা, ঝিঙা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাঁকরোল, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, পুঁইশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করতে পারেন । পেঁপের চারা রোপণ করতে পারেন এ মাসে।

**গাছপালা**

- আম গাছে হপার পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি ল্যামডা-সাইহেলোথ্রিন (রীভা)/ ডেলটামেথ্রিন (ডেসিস) ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- এ সময় আমে পাউডারি মিলডিউ ও অ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা দিতে পারে। টিল্ট-২৫০ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা অনুমোদিত ছত্রাকনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- কুল গাছের ফল সংগ্রহের পরপরই ডাল ছাঁটাই করতে হবে।
- নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্য বনজ গাছের বীজ বপন করতে পারেন।
- এ মাসে সজিনার ডাল কেটে সরাসরি বপন করতে পারেন।

**তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।**